যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

৫১তম সংখ্যা

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট যুবদের কর্মসংস্থানে নতুন দ্বার উন্মোচন করবে

- মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গাজীপুর-এ ' সমন্বিত খামার স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ' কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, বলেছেন, বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের সহযোগিতায় যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। রান্নাসহ সাংসারিক বিবিধ কাজে আমরা অজ্ঞতাসারে অক্সিজেন ধ্বংস করছি এবং কার্বনডাই অক্সাইড নিঃস্বরণে ভূমিকা রাখছি। সারা বিশ্বে জলবায়ুর বিরূপ পরিস্থিতি থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত রাখতে এ ধরনের প্ল্যান্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখবে। গত ২৭ মার্চ গাজীপুরের শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট-৩য় পর্যায় ১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের উপকার প্রত্যাশী যুব ও যুবনারীদের 'সমন্বিত খামার স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ' কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন দেশের ৪৯২ টি উপজেলায় একযোগে ৩২ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। যারা খামার স্থাপন করবে তাদের সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সহযোগী হিসেবে সর্বদা পাশে থাকবে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সহযোগিতা প্রদান করবে। খামার স্থাপনে আগ্রহী যুবদের গবাদিপশু ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি বলেন এ প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। বিশ্বে জ্বালানীযোগ্য গ্যাসের যে চাহিদা তাতে এ ধরনের প্রকল্প আরো বেশি বেশি হওয়া উচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে সফলতা আসায় তৃতীয় পর্যায়ে এ প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে। বায়োগ্যাসের মাধ্যমে জ্বালানী খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব। এর মাধ্যমে উন্নতমানের সার বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় দেড় লাখ যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সবাইকে হয়তো এ কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হবে না, তবে প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বিবেচনায় প্রকল্প স্থাপনে আগ্রহী যুবদের এ ধরনের সুযোগ প্রদান করা হবে। বর্তমান সময়ে চাকরির বাজার ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসলেও কর্মসংস্থানের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ভাবনায় যুব'রা চাকরির পেছনে না ছুটে, নিজে নিজের বস হবে, অন্যদেরকে চাকরি দেবে - এ বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব আনিসুর রহমান, পুলিশ সুপার জনাব কাজী শফিকুল আলম বিপিএম, ডিসি (উত্তর) ক্রাইম, জনাব আবু তোরাব মোঃ সামসুর রহমান এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আসাদুর রহমান কিরণ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট) -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, ড. এস, এম আলমগীর কবীর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রকাশনায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, E-mail: publication@dyd.gov.bd, Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq

ঢাকা ক্যাটল এক্সপো ২০২৩

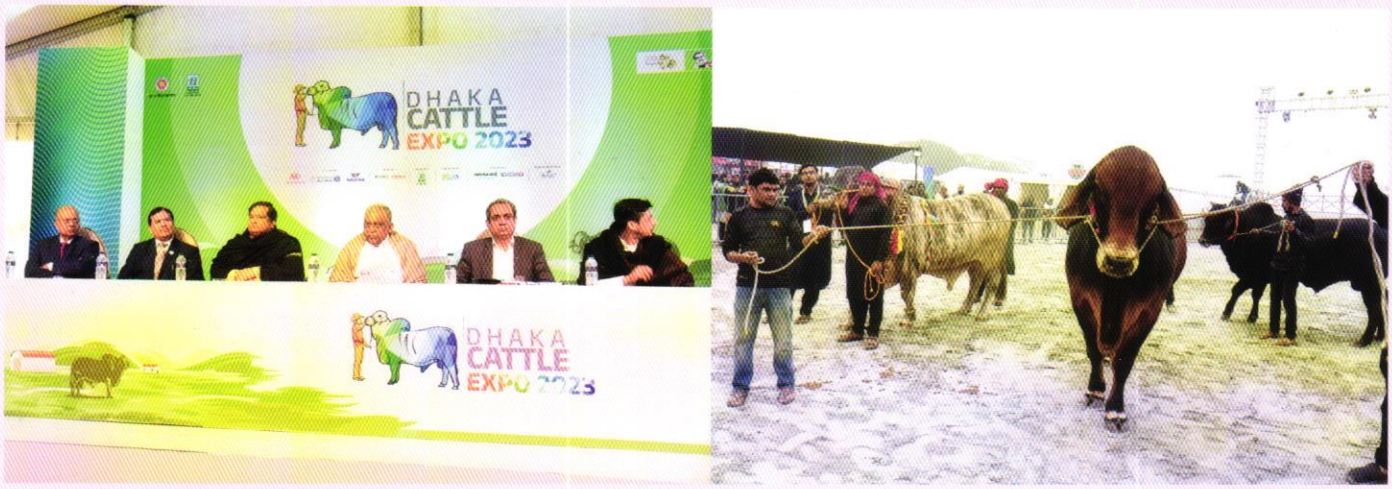

ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত ' ঢাকা ক্যাটল এক্সপো-২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি এবং সভাপতি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুইদিন ব্যাপী গরু, মহিষ, ছাগল ভেড়াসহ পশুপাখির মেলা। গত ৫ জানুয়ারি 'ঢাকা ক্যাটল এক্সপো-২০২৩' শিরোনামে এ মেলার উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি। এতে সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ক্যাটল ফারমার্স এসোসিয়েশন যৌথভাবে এ মেলার আয়োজন করে। সকাল ১০.০০টায় শুরু হয়ে রাত ১০.০০টা পর্যন্ত এ মেলা চলে। মেলায় গবাদি পশুর স্টল, ঔষধ, কৃষিসরঞ্জাম, খাবারের দোকানসহ অন্যান্য স্টল ছিল প্রায় শতাধিক। মেলায় বাহারি প্রজাতির গরু ছিল আকর্ষণীয় বিষয়। মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উটপাখিসহ নানা পশুপাখি মেলায় ছিল। মেলার শেষদিনে ব্যতিক্রমধর্মী গরুর 'র‍্যাম্প শো' অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর দর্শক মেলা পরিদর্শন করেন।

সমাপনী দিনে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী এমপি উপস্থিত ছিলেন। দুই দিন ব্যাপী এ মেলায় আয়োজিত সেমিনারে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কেবল উৎপাদন বাড়ানো নয়, মানবৃদ্ধির দিকেও মনোযোগ দেয়ার আহবান জানান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি আরো বলেন, উৎপাদক থেকে ক্রেতার মাঝখানে থাকা বিপণন ব্যবস্থার সিন্ডিকেটের জন্য ৪০০ টাকায় উৎপাদিত প্রতি কেজি মাংস ৭০০ টাকায় কিনে খেতে হচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ সিন্ডিকেট ভাংতে হবে। খামারিদের ব্রান্ডিং ও তাঁদের নিজেদের মধ্যে পরিচিতি ও যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিব মহোদয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন

নবযোগদানকৃত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ কে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিদর্শনকালে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ গত ১৫.০১.২০২৩ খ্রি. তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি যুব ভবনস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রমের সূচনা করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান প্রধান অতিথিকে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতে " প্রারম্ভিক কথা " প্রদান করেন মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। পরিচালকবৃন্দ নিজ নিজ উইংভিত্তিক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সচিব মহোদয় সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের সাথে খোলামেলা মতবিনিময় করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আগত দিনের কার্যপদ্ধতি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি ও যুবকল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) সচিব মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং অনুষ্ঠান আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মেহেরপুরে সার্বিক যুবকার্যক্রমে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি জনাব ফরহাদ হোসেন, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি ৪ ফেব্রুয়ারি ' ২০২৩ তারিখে মেহেরপুরে মিনি স্টেডিয়ামের ফলক উন্মোচন ও মেহেরপুর জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার যুব ঋণের চেক বিতরণ করেন। ৬ টি ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা প্রশিক্ষণত্তোর প্রশিক্ষণের ভাতা ও সনদ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান, জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর। আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ আব্দুল খালেক। অতঃপর মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে মুজিব নগরে টেকাব প্রকল্পের চলমান প্রশিক্ষণ পরিদর্শণ করেন। তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে টেকাব প্রকল্পের ICT ট্রেনিং ভ্যানে বসে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি এর অনুরোধে তিনি মেহেরপুর জেলার প্রতিটি উপজেলায় টেকাব প্রকল্পের অতিরিক্ত আরো ১টি করে ব্যাচের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীকে জানান যে, মেহেরপুর জেলার ছাগল পালনে সুখ্যাতি রয়েছে। যুবদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে ছাগল পালন প্রকল্প স্থাপন করলে মেহেরপুর জেলার যুবরা আত্মকর্মসংস্থানে এ বিষয়ে ব্রান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্বোধন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি কে ক্রেস্ট প্রদান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ' শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ' প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। ২ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে রাজধানীর কল্যানপুরস্থ ই-লার্নিং এন্ড আর্নিং লিঃ এর অডিটোরিয়ামে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আখতার হোসেন, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মেজবাহ উদ্দিন, সাবেক সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক। ৩ মাস মেয়াদী (৬০০ ঘন্টা) প্রশিক্ষণে দেশের ৮টি বিভাগের ১৬ টি জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ ভার্চুয়ালী উক্ত অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন।

সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ৫-৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় " সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন" বিষয়ক ২দিন ব্যাপী ৩য় ব্যাচের আবাসিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (দা. বি. ও ঋণ) ও ইনোভেশন অফিসার জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ সেলিম খান, অধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা। প্রশিক্ষণে নির্বাচিত ১৫জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ১৫ জন সহকারি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের সদস্য জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) ও জনাব অমলেন্দু বিশ্বাস, প্রোগ্রামার (আইসিটি) এবং ইনোভেশন টিমের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ শাহীনুর রহমান, উপপরিচালক (দা. বি. ও ঋণ) রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) বলেন, যুবদের জন্য অধিদপ্তরের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ এবং যুগোপযোগী করতে হবে। রূপকল্প ২০৪১-এর মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেবা প্রদান ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীদের যোগ্য এবং দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এ প্রশিক্ষণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেবাসমূহকে সহজিকরণ করতে এবং কর্মকর্তাদের দক্ষ ও স্মার্ট সেবাদাতায় পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন।

" যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা-২০২২ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনে করণীয় " শীর্ষক কর্মশালা আয়োজিত

কর্মশালার প্রধান অতিথি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

গত ১৯-০৩-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে " যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা -২০২২ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনে করণীয় " শীর্ষক এক কর্মশালা অনষ্ঠিত হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান। সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (যুব) জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম Power point Presentation এর মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা উপস্থাপন করেন। আলোচকবৃন্দের আলোচনা শেষে ' চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনকল্পে ' গ্রুপভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রণয়নকৃত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়। এই সুপারিশসমূহের আলোকে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। সবশেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

টঙ্গীতে নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন

টঙ্গীতে নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। উপস্থিত আছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব আসাদুর রহমান কিরণ

দেশের প্রতিটি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপপরিচালকের কার্যালয় ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অনাবাসিক ও আবাসিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে। গাজীপুর জেলায় কর্মপ্রত্যাশী যুবদের সংখ্যাধিক্যের কারণে জেলা সদর ছাড়াও টঙ্গীতে নতুন একটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি গত ১১ জানুয়ারি ' ২০২৩ তারিখে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, গাজীপুর এর সভাপতিত্বে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ খান, পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে ' আনন্দ মেলা ২০২৩ ' অনুষ্ঠিত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে ' আনন্দ মেলা ২০২৩' এর আলোকচিত্র

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরস্থ সবুজ পাতা রিসোর্টে এক আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এযাবৎকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়, সুন্দর ও আনন্দঘন অনুষ্ঠান, যাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রায় ৪ শতাধিক কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। সকল ব্যবস্থাপনা সর্বোচ্চ মানসম্মত, পরিছন্ন ও মনোমুগ্ধকর ছিল। প্রত্যেকেই এ উৎসবটি প্রাণবন্তভাবে উপভোগ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ করেন।

আনন্দ মেলা ২০২৩ সবুজ পাতা রিসোর্টে মনোরম পরিবেশে মিলন মেলায় পরিণত হয়। পরিবেশ সম্মত খেলার মাঠে প্রীতি ফুটবল খেলা, ক্রিকেট ম্যাচ, ইনডোরে ঝুঁড়িতে বল নিক্ষেপ, সংগীতের তালে তালে পিলো পাসিং, সম্মানিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিদের কয়েন নিক্ষেপ, অংশগ্রহণকারীদের বসার প্যান্ডেল ও সুসজ্জিত মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জাদুকরের চোখ ধাঁধানো জাদুখেলা, র‍্যাফেল ড্রতে ৫০টি মানসম্মত পুরস্কার আনন্দ মেলাকে করেছে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত। সারাদিন ব্যাপী চটপটি, ফুসকা, কফি দিয়ে আপ্যায়ন, সকাল ও বিকালে মানসম্মত স্ন্যাকস, বিশাল প্যান্ডেলে দুপুরের লাঞ্চ পরিবেশন, স্বাস্থ্যসম্মত চেঞ্জিং রুম, অতিথিদের জন্য আধুনিক বিশ্রাম কক্ষ, যাতায়াতের জন্য বিলাসবহুল এসি বাস এ সকল সুবিধাদি অত্যন্ত সুচারুভাবে নিশ্চিত করা হয়। স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি, পরিচালক (প্রশাসন) ও তাঁর সতীর্থদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, দূরদর্শিতা ও নিবিড় ব্যবস্থাপনায় 'আনন্দ মেলা ২০২৩' সফলতা লাভ করে।

আনন্দমেলা শেষে এসোসিয়েশনের সভাপতি ও পরিচালক (প্রশাসন) তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন যে, এ আনন্দ মেলা সকলের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে একটি সুন্দর কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। যারা দিনরাত পরিশ্রম করে এ আয়োজনকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন তাঁদেরকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি মহোদয়ের প্রতি জানান বিশেষ কৃতজ্ঞতা। আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর প্রতি। ভবিষ্যতে আরো সুন্দর আয়োজনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদের (Stake Holders) অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত

সভায় সভাপতি মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদের (Stake Holders) অংশগ্রহণে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ও ৩০ মার্চ ২০২৩ তারিখে দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক(গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সভা দুটি অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ের মনোনীত উপপরিচালক, কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব সংগঠক, প্রশিক্ষণার্থী, জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত যুব/ আত্মকর্মীসহ মহাপরিচালকের কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন। উপপরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন) ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ হামিদুর রহমান এর সঞ্চালনায় আলোচনার শুরুতে সিটিজেনস চার্টার নিয়ে শাখা ও প্রকল্পভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকগণ। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) বিষয়ে উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আতিকুর রহমান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ' তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ' প্রণয়ন করে। সে আলোকে তথ্য প্রাপ্তি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। মুক্ত আলোচনায় অংশীজন অংশগ্রহণ করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা, অভিযোগ ব্যবস্থপনা এবং তথ্য অধিকার আইন নিয়ে বিশদ আলোচনায় তাদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

বিদেশে যাচ্ছেন? বৈধ পথে যাচ্ছেন কিনা জেলায় অবস্থিত জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসে গিয়ে সরাসরি জেনে নিন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন

৭ মার্চ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ

৭ মার্চ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অতিথিদের একাংশ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। ১৯৭১ সালের এইদিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান জানান। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ ৯ (নয়) মাসের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। সকাল ৮.০০ ঘটিকায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর নেতৃত্বে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ৩২ নং ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। বেলা ২.৩০ টায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বমূহুর্তে যুব ভবনস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) সহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তাগণ ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও এর সুদুরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে যুবসংগঠন, প্রশিক্ষণার্থীসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২৩ উদযাপিত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে জাতির পিতার ১০৩তম জন্মদিন উদযাপন করছেন অন্যান্য কর্মকর্তাসহ জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান,মহাপরিচালক (গ্রেড-১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস এ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ প্রত্যুষে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করা হয়। সকাল ৭.০০টা হতে যুব ভবনের নামাজ ঘরে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। লিল্লাহ বোর্ডিংসমূহে এতিমদের মাঝে উন্নতমানের খাবার বিতরণ করা হয়। সকাল ১০.০০ টায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং অধিনস্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর নেতৃত্বে সকলস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি এর নেতৃত্বে যুব ভবনস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুনরায় শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান কেক কেটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপন করেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি কেক কেটে জাতির পিতার জন্মদিন উদযাপন করেন। অতঃপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা জাতির পিতার জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোকপাত করেন, বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শিশু, কৈশোর ও যুবক বয়সের কর্মময় জীবনের ঘটনাবলী আলোচনায় গুরুত্ব পায়। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশব্যাপী প্রতিটি উপজেলা, জেলা কার্যালয়সমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপিত হয়।

" প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণ " শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব খোন্দকার মোঃ রুহুল আমীন (যুগ্ম-সচিব), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক " প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণ " শীর্ষক বাৎসরিক কর্মশালা অতিসম্প্রতি ৪ টি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি খুলনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি সিলেট, ৭ মার্চ চট্টগ্রাম এবং ১৫ মার্চ বরিশালে বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কর্মশালায় জনাব মোঃ রুহুল আমিন (যুগ্ম-সচিব), পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ ও সমাধানে সকলের সাথে মতবিনিময় করেন। তাঁকে সর্বোতভাবে সহায়তা করেন প্রশিক্ষণ শাখার দুইজন উপপরিচালক জনাব ফরহাত নূর ও জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন গাজী। জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির সভাপতিত্বে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিনিয়র প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

SDG নির্দেশক ৮.৬ এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালা

SDG নির্দেশক ৮.৬ এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি ও উচ্চপদস্থ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) টার্গেট ৮.৬ এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এক কর্মশালা গত ২০.০৩.২০২৩ খ্রিঃ তারিখে যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আখতার হোসেন, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব কে এম আলী রেজা (যুগ্ম-সচিব), অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমী। আলোচকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব SDG Affairs, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। SDG নির্দেশক ৮.৬.১ বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কো-লীড ও এসোসিয়েট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ইমপ্যাক্ট ' প্রকল্পের জনবলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হলো

ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের জনবলের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'ইমপ্যাক্ট-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ' সাভারস্থ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে ২৯ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ড. এস এম আলমগীর কবীর, প্রকল্প পরিচালক, ইমপ্যাক্ট-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ' নৈতিকতা কমিটির ' ৩য় ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

নৈতিকতা কমিটির ৩য় ত্রৈমাসিক সভার সভাপতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান ও কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর অন্তর্ভুক্ত নৈতিকতা কমিটির ৩য় ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৫ জানুয়ারি ২০২৩খ্রিঃ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর সভাপতিত্বে যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (সংশোধিত), ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী বিভিন্ন সূচকের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। ১৫টি কার্যক্রমের বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে বিশদ আলোচনা হয়। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

ময়মনসিংহ বিভাগের ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা এবং যুব উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় ও ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

কর্মশালার প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

শেরপুর জেলার ব্যবস্থাপনায় ময়মনসিংহ বিভাগের ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা এবং যুব উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় ও ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা এবং ঢাকা বিভগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলার উপপরিচালক, ঋণ সংশ্লিষ্ট সহকারি পরিচালক, জেলাধীন সকল উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, শেরপুর জেলার সহকারি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং শেরপুর জেলার আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (দা. বি. ও ঋণ) জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, শেরপুর জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, শেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব মোঃ মমিনুল হক। কর্মশালা ও মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ বেকার যুবদের চাকুরীর পিছনে না ছুটে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে এবং নিজ এলাকায় বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে আহ্বান জানান। ঋণের সঠিক ব্যবহার করে আত্মকর্মী তৈরী নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে তদারকী বৃদ্ধি করতে এবং ঋণের হিসাব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ঋণের ডাটাবেজ তৈরীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদ্যোক্তাগণ তাদের বক্তব্যে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির অনুরোধ করলে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) তার বক্তব্যে বলেন, যুবদের উদ্যোক্তায় পরিণত করতে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এখান থেকে আগ্রহী প্রশিক্ষিত যুব ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ নিতে পারেন। যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান তৈরীর জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইদানিংকালে নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং আরো বেশ কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে। তিনি সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করে যুবদের কর্মসংস্থানে কার্যকর ভূমিকা রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ অনুষ্ঠানে শেরপুর জেলার ৩২ জন উদ্যোক্তার মাঝে ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার ঋণের চেক বিতরণ করা হয়।

How Girls are Realizing their potentials : Opportunities and Challenges শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি ডেইলি স্টার ও কেয়ার (বাংলাদেশ) কর্তৃক **"How Girls are Realizing their potentials: Opportunities and Challenges"** শীর্ষক একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডেইলি স্টার ভবনে আয়োজিত উক্ত গোল টেবিল বৈঠকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) জনাব এম এ আখের অংশগ্রহণ করেন। তিনি বৈঠকে জানান যে, বর্তমানে দেশে ৫১% মহিলার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে ১৮ বছরে পদার্পণের পূর্বেই। বিয়ে করে এরা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা কর্মে প্রবেশ করছেনা। মূলতঃ এরাই দেশে NEET (Not in Education, Employment or Training) পপুলেশন্স বৃদ্ধি করছে। সরকারের চলমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ নিট জনগোষ্ঠীর ১২% এ নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এ কারণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে বলে তিনি বৈঠকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ৬০% সুবিধাভোগী থাকবেন নারীরা। বস্তুত শিক্ষায়তন থেকে বিভিন্ন কারণে ঝরেপড়া মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত করে তবেই তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে কাজে লাগাবো।

জনাব এম এ আখের আরো বলেন যে, এর বাইরেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আইএলও'র আর্থিক সহযোগিতায় কক্সবাজারে ১৬৫ কোটি টাকায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এ প্রকল্পেও নারীরা অগ্রাধিকার পাবেন, ফলে জাতীয় জীবনে নারীরা এগিয়ে আসার সুযোগ পাবেন বলে আশা করা যায়।